যুগান্তর

প্রাইম ইউনিভার্সিটি

মানসম্মত গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে সফল

প্রতিটি বিভাগের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী * দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সফলতার স্বাক্ষর * ডিবেট ক্লাব সারা বছরই প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়

প্রকাশ : ০৩ জুলাই ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

আফজাল হোসেন

সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে প্রাইম ইউনিভার্সিটির অগ্রযাত্রা। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি মানসম্মত গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে সাফল্য অর্জন করেছে। দীর্ঘ এক যুগের বেশি পথচলায় বর্তমানে নগরীর মিরপুর-১ নম্বর সেকশনের মাজার রোডে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও প্রশাসনিক সব কার্যক্রম নিজস্ব ১১ তলা ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টি বিভাগে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছে। প্রতিটি বিভাগের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, পৃথক ফ্লোর, সুপরিসর ক্লাসরুম (মাল্টিমিডিয়াসহ), সেমিনার হল, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ১২টি ল্যাব রয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনভিত্তিক সুবিশাল লাইব্রেরি ও ২৬ হাজার বই রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাসে এলেই দেখা মিলবে ছাত্রছাত্রীদের কোলাহল। আড্ডার আবহে সঙ্গীত চর্চা, গিটার হাতে গান গাইছে তারুণ্যের প্রতিনিধিরা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও স্বাক্ষর রাখতে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি সোমালিয়া, ঘানা ও নেপালের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সে কথা জানান দিচ্ছে। এখানে পড়ালেখার পাশাপাশি সৃজনশীল অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়। প্রাইম ইউনিভার্সিটি ডিবেট ক্লাব সারা বছরই প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসিতে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান ও যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন-২০১৭ হওয়ার গৌরব লাভ করে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ একটি সমৃদ্ধ অনুষদ যেখান থেকে দেশের বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রতিটি স্তরে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আইন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মওদুদ আহমেদ ১০ম জুডিশিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি বলেন, এখানে রয়েছে মুট কোর্ট বা আদালতের আদলে ক্লাসের ব্যবস্থা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সাফল্য হচ্ছে এক দশক ধরে আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বার কাউন্সিল পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ পাস করে আসছেন। বিচার বিভাগে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র কর্মরত।

ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলে প্রাইম ইউনিভার্সিটি একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে চার বছর মেয়াদি বিবিএ, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং, এইচআরএম এবং এমআইএস (অনার্স) কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া দুই বছর মেয়াদি রেগুলার এমবিএ ও চাকরিজীবীদের জন্য এক্সিকিউটিভ এমবিএ করানো হচ্ছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের সিলেবাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইবিএর শিক্ষকদের মতামতে প্রণীত।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির বিবিএর এইচআরএমের ছাত্র ইমরান আহমেদ বলেন, ভবিষ্যতে আমি একজন সফল উদ্যোক্তা হতে চাই। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাদের পদচারণায় সারাদিনই মুখর থাকে। এখানে নানা প্রোগ্রাম, সেমিনার, ক্লাব ও সংস্কৃতিক সৃজনশীল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগটি সুশৃঙ্খল, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ অনুষদ। এখান থেকে বিবিএ এবং এমবিএ করে চাকরির বাজারে ব্যাংক, বীমাসহ সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হিসাব, ট্যাং, আর্থিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিপুল চাহিদার সঙ্গে কাজ করছেন। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ আরও প্রাণবন্ত করতে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর শিক্ষক প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলম অবদান রেখে চলেছেন।

এ ছাড়া ভাষা ও যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে ইংরেজি, চাইনিজ ও আইএলটিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল পরিচালিত হয়।

উল্লেখযোগ্য ল্যাবরেটরির মধ্যে মেশিন ল্যাবরেটরি, কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, সিমুলেশন ল্যাবরেটরি, মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাবরেটরি, টেলিকমিউনেকশন ও সার্কিট ল্যাবরেটরিগুলো বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপকের মাধ্যমে করা হয়েছে। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চাকরিজীবী ও ডিপ্লোমা পাস শিক্ষার্থীদের জন্য সান্ধ্যকালীন শিফট চালু আছে। এখানে ট্রাই-সেমিস্টার পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেস স্টাডি, চলমান বিষয়ের ওপর অ্যাসাইনমেন্ট বাধ্যতামূলক কাস পিটিশন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুস সোবহান বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন তথা গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাসহায়ক আধুনিক সরঞ্জামের জোগান দিতে এবং দক্ষ শিক্ষকদের পেছনেই আমরা অর্থ ব্যয় করছি। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, ক্যারিয়ার গঠনমূলক ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, আইটি মেলা, স্টাডি ট্যুর, গণিত অলিম্পিয়াড, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলায় অংশ গ্রহণ তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে। দেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষক পাঠদানে নিয়োজিত আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ২০১০ মোতাবেক ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী টিউশন মওকুফ ও প্রতি সেমিস্টারে ১১ শতাংশের অধিক দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিনামূল্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, মীর শাহাবুদ্দিন বলেন গুণগতমানে এগিয়ে যাবে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। তিনি বলেন, ভালো বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমানকেই বোঝায়। ভালোমানের ক্যাম্পাস শিক্ষার মান ও পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখান থেকে পাস করবার পর দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাইম ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের রয়েছে গর্বিত পদচারণা। দক্ষ পেশাজীবী তৈরির লক্ষ্যে প্রাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা অব্যহত রেখেছেন যাতে শিক্ষাজীবন সমাপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।